কোটচাঁদপুরে শখের লাট সাহেবের মূল্য লাখ টাকা, প্রদর্শনীতে অর্জন প্রথম পুরস্কার

শখের ছাগল। নাম তাঁর লাট সাহেব। মূল্য হবে লাখ টাকা। বলছেন ছাগল মালিক নাহিদ হাসান। গতকাল বৃহস্পতিবার এ ছাগলটির দেখা মিলেছে কোটচাঁদপুর প্রাণী সম্পদ অফিসের প্রদর্শনী মেলায়।

তিনি বলেন,ছোট বেলা থেকে পশু পালন করে আসছি। যার মধ্যে ছিল ইদুর,খোরগোশ,টিয়া। তবে সে গুলো লাভ জনক ছিল না। শখ করে পালন করতাম। ওইগুলো দেখে মা বলতেন, শখের জন্য পালন করলেও লাভ হবে এমন পশু পালন করতে হবে।

মায়ের কথা শুনে ইউটিউবে সার্জ দিলাম। চোখে পড়ল হাইব্রীড জাতের কিছু ছাগল। এরমধ্যে বেশি পছন্দ হয় এ ছাগলটি। গেল দুই বছর হল ছাগলটি ৫ হাজার টাকা দিয়ে নাটোর থেকে কিনে ছিলাম। এরপর থেকে অতি যত্নে পালন করছি ছাগলটি। এ ছাড়া আরো অন্য জাতের ছাগল রয়েছে। তবে মূল লক্ষ্য তাঁর উপর।

তিনি বলেন, এ ছাগলটি তোতাপুরির সঙ্গে যমুনা পাড়ির সংমিশ্রণ (হাইব্রিড)। ছাগলটির বর্তমান ওজন ১ শ কেজি হয়েছে। মাংসে ধরলে ৬০/৭০ কেজি হবে। বাজার মূল্য অনুযায়ী দাম ৭০/৮০ হাজার হবে। তবে এখনই ছাগলটি বিক্রি করছিনা। মূলত এ ধরনে ছাগল দুই ঈদ উৎসবে বিক্রি করলে ভাল দাম আসে। তবে আমার ইচ্ছে লাখ টাকার মত দাম পেলে ছাগলটি বিক্রি করার ইচ্ছে আছে।

নাহিদ আরো বলেন, গেল ৫ বছর ধরে আমি এ ধরনের ছাগল পালন করে আসছি। তবে এর আগে এত বড় ধরনের ছাগল হয়নি। আর এত দামেরও আশা করিনি।

মেলায় তোলা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমার ছাগলটি অনেকে দেখেছেন। ওরাই আমাকে জানায় প্রদর্শনীর মেলার কথা। খবর শুনে মেলায় আনা। এ ছাড়া মানুষ কে উৎবুদ্ধ করাটাও ছিল আমার আরেকটি লক্ষ্য। যাতে করে অনেকে আমার মত শখ করে পালন করে লাখ টাকা বিক্রির স্বপ্ন দেখে।

নাহিদ হাসান, কোটচাঁদপুর নারান বাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা। সে ওই গ্রামের মশিয়ার রহমানের ছেলে। সে কৃষি কাজের সঙ্গে জড়িত। মেলায়

ছাগলটি প্রদর্শনী করিয়ে প্রথম পুরস্কার অর্জন করেছেন ওই যুবক।

কুমারখালীতে বঙ্গবন্ধুর ভ্রাম্যমাণ রেল জাদুঘর প্রদর্শনী উদ্বোধন

সাধারণ মানুষের কাছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ, অধিকার আদায়ের আন্দোলন, সংগ্রাম এবং তার কর্মজীবনের গল্প পৌঁছে দিতে দেশে কুষ্টিয়া কুমারখালীতে প্রথমবারের মতো চালু হয়েছে ভ্রাম্যমাণ বঙ্গবন্ধু রেল জাদুঘর।

বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ভ্রাম্যমাণ রেল জাদুঘর’ নামের এ জাদুঘরটি ২৫ ও ২৬ শে আগস্ট কুমারখালী রেলস্টেশনে প্রদর্শনের জন্য চালু করেছে।

গত ২৭ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাদুঘরের উদ্বোধন করেন। পরে সোমবার (১ আগস্ট) রেলপথমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গোপালগঞ্জ স্টেশনে আনুষ্ঠানিকভাবে কোচ দুটির প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। একটি ব্রডগেজ এবং একটি মিটারগেজ কোচ নিয়ে তৈরি হয়েছে এই ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর।

ভ্রাম্যমাণ এ রেল জাদুঘর দেশের বিভিন প্রান্তে থাকা স্টেশনগুলোতে প্রদর্শনের জন্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থাকবে। ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর দেখতে আসা অনার্স তৃতীয় বর্ষের ছাত্র রাকীব বলেন, ট্রেনের বগিতে এই জাদুঘরে দেখে অনেক ভালো লাগছে।

বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে যা জানতাম না এখানে এসে সেই গুলো জানতে পারছি। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, এরই মধ্যে ঢাকা থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত রেল জাদুঘরটির ট্রায়াল সম্পন্ন করা হয়েছে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, মিটার গেজ শুরু হয় চট্টগ্রাম স্টেশন থেকে আর ব্রডগেজ শুরু হয় গোপালগঞ্জ স্টেশন থেকে। জাদুঘর দুটিতে বঙ্গবন্ধুর জীবনের ওপর নির্মিত তথ্যবহুল ও মনোমুগ্ধকর ১২টি পৃথক

চিত্র ও দুর্লভ আলোকচিত্রের সমন্বয়ে সাজানো হয়েছে। জানা গেছে, দুটি কোচের একটি থাকবে দেশের পূর্বাঞ্চলে অন্যটি থাকবে পশ্চিমাঞ্চলের রেলস্টেশনে।

বৃহস্পতিবার কুমারখালী রেলস্টেশন প্রাঙ্গনে দুইদিন ব্যাপী রেল জাদুঘর প্রদর্শনের শুভ উদ্বোধন করা হয়।করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিতান কুমার মন্ডল। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ সমিতির সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা এটিএম আবুল মনসুর মজনু, রাজবাড়ি রেলওয়ে নিরাপত্তাবাহিনীর পরিদর্শক মিঞা মো. আল মামুন, কুমারখালী রেলওয়ের স্টেশন মাস্টার মো. শফিকুল ইসলাম, উপজেলা য্বুলীগের দপ্তর সম্পাদক মনোয়ার হোসেন প্রমূখ।

কুমারখালী উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা বিতান কুমার মন্ডল জাদুঘর পরিদর্শনে এসে বলেন, জাদুঘরটিতে ১৯২০ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত জাতির পিতার ঐতিহাসিক জীবন, মুক্তিযুদ্ধ, সংগ্রামী ঘটনা প্রবাহ তুলে ধরা হয়েছে। সাধারণ দর্শনার্থীরা টাচ স্ক্রিনে আঙুল স্পর্শ করতেই ভেসে আসবে বঙ্গবন্ধু ছবি, ভাষণ, তার জীবনের নানা দিক-নির্দেশনা।

আমি শুনেছি প্রায় দেড় বছর সময় ধরে এটি তৈরি করা হয়েছে। দেশের ৮০ শতাংশ রেলস্টেশন গ্রাম-বাংলায় ছড়িয়ে রয়েছে। প্রান্তিক মানুষের কাছে জাতির পিতার ঐতিহাসিক জীবন, মুক্তিযুদ্ধ, শিক্ষার্থীসহ সর্বস্তরের মানুষের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এ জাদুঘর।